মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর অনুকুলে বরাদ্দ সরকারি মালামাল উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের কাশ্যাপপাড়ায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের অনুকুলে দেওয়া সরকারি ত্রানের মালামাল উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী।

আজ
বৃহস্পতিবার
রাতে সদর
উপজেলা ভূমি
কমিশনারের
নেতৃত্বে
যৌথবাহিনীর
একটি দল
কাশ্যপপাড়ার
সাবেক বিডিআর
সদস্য সুরমান
আলীর বাড়িতে
অভিযান চালায়।
সেখানে অভিযান চালিয়ে হুইল চেয়ার, খেলার সামগ্রী, টেলিভিশন, কাপড়সহ বিপুল পরিমাণ মালামাল উদ্ধার করা হয়। মালামালগুলো পৌরসভার গাড়িতে করে মেহেরপুর সদর থানা হেফাজতে রাখা হবে বলে জানা গেছে।

বাড়ির মালিক সুরমান আলী জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর আত্মিয় দোলন দর্জী মাসিক ৬ হাজার টাকা হিসেবে তার বাড়ির নিচতলা ভাড়া নেন। সেখানে প্রায় একবছর ধরে মন্ত্রীর বিভিন্ন মালামাল রেখে আসছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি এই বাড়িতে সরকারি ত্রানের মালামাল রয়েছে। সে খবর পেয়ে আমরা এখানে অভিযানে এসেছি। এখানে সরকারি ত্রানের বিভিন্ন মালামাল পেয়েছি।

আমরা প্রাথমিকভাবে সেগুলো জব্দ করেছি। কাগজপত্র যাচাই বাছাই শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

“জঞ্জাল পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বতিকালীন সরকারকে যৌক্তিক সময় দেবে বিএনপি- বাবলু

জঞ্জাল পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান অন্তর্বতিকালীন সরকারকে যৌক্তিক সময় দেবে বিএনপি। জঞ্জাল পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো নির্বাচনে যাবোনা। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্ররা যে কারণে জীবন দিয়েছেন সেই আন্দোলন ফলপ্রসু করার জন্য বাংলাদেশ থেকে ঘুঁষ, দূর্ণীতির মূলোৎপাটন করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে গাংনী উপজেলা বিএনপি আয়োজিত বিরাট সমাবেশ এসব কথা বলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর খুনি হাসিনার বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে এই গণমিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের

আহবায়ক মাহবুবুর রহমান মাহবুব।

গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি আমিনুল বারী মোতালেব, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুজ্জামান হকা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন, স্বেচ্চাসেবক দলের মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল হোসেন, গাংনী পৌর বিএনপির ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ইনামুল হক, মেহেরপুর জেলা ছাাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রেজওয়ানুল হক ইমন, গাংনী পৌর যুবদলের সহ-সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যন চেয়ারম্যান ও জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সহ-সভাপতি আসমা খাতুন, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের শাখার যুগ্ম সম্পাদক নাজমা খন্দকার, বিএনপি নেত্রী ও সাবেক মহিলা মেম্বর সামিরুন নেছা, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু আরও বলেন, খুনি হাসিনা ইন্ডিয়াতে বসে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জুডিশিয়ারি ও আনসার ক্যু ঘটানোর চেষ্টা করেছে। যা এদেশের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও জনতা রুখে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ভারতের আগ্রাসনেই এদেশে পিলখানায় বিডিআর হত্যা হয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনীর মেধাবী ও চৌকস ৫৪ জন আরমি অফিসার হারিয়েছি। তারা সীমান্তে পাখির মত গুলি করে আমাদের দেশের মানুষকে হত্যা করে। ভারতের আগ্রাসনেই আজকে বাংলাদেশের তিনটি জেলার লাখ লাখ মানুষ পানির নিচে তলিয়ে দিয়েছে। ওই এলাকার মানুষ আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন ভারতের আগ্রাসন বন্ধ না হলে আগামীতে আমরা ভারতের সকল পণ্য বয়কটের ডাক দেবো। তিনি পিলখানা হত্যার ঘটনাটি পুন: তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান।

বাবলু আরও বলেন, শেখ হাসিনা ও তার দোসররা দূর্ণীতি ও লটপাটের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। তিনি এসব দূর্ণীতির বিচার দাবি করেন। খুনি হাসিনা তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ৫ আগষ্টের আগে ও পরে হাজার ছাত্র জনতার বুকে গুলি করে হত্যা

করেছে। আয়না ঘর তৈরী করে হাজার হাজার বিএনপি নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী মানুষকে ধরে নিয়ে বিনাবিচারে নির্যাতন ও হত্যা করেছে। তারা এদেশে লুটপাট, ঘুঁষ, দূর্ণীতির রাজত্ব কায়েম করেছিলো। এদেশের মানুষ তার প্রত্যেকটি অপকর্মের বিচার চাই। তিনি বলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এদেশের মানুষের সকল বৈষম্য দুর করতেই তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে। আজ বাংলাদেশের মানুষ সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। এদেশ থেকে ঘুঁষ দূর্ণীতি বন্ধ হলে বৈষম্য আন্দোলনে নিহত সকল আত্মা শান্তি পাবে। তিনি চাঁদাবাজি, লুটপাট, দখল ও সকল প্রকার অন্যায় জুলুম থেকে দুরে থাকার জন্য গাংনীর সকল নেতাকর্মীকে আহবান জানান।

তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ রাস্ট্রনায়ক তারেখ রহমান বলেছেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতারা যে কারনে জীবন দিয়েছেন সেটা ফলপ্রসূ করার জন্য বাংলাদেশ থেকে ঘুঁষ, দূর্ণীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। বিএনপির নেতাকর্মীদের বিষয়টি ধারণ করতে হবে। এই দেশে কোনো লুটপাট, দখল হবেনা।

সমাবেশের প্রধান বক্তা জেলা কৃষকদের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবির মধ্যে দিয়ে আজ দেশে সংস্কার কাজ চলছে। এই সরকারের সংস্কার কর্মসূচি পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিএনপি তাদের সহযোগীতা করবে। খুনি হাসিনার সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আজকেও যেনো সেই ঘটনা না ঘটে এজন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

সমাবেশ শেষে একটি বিরাট গণ মিছিল থেকে শুরু হয়ে গাংনী বড়বাজার শহীদ আবু সাঈদ মোড় ঘুরে সমাবেশস্থল এসে শেষ হয়।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে

সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ, পিপু সদস্য ও কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত প্রকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এনে ইউনিয়ন পরিষদকে দুর্নীতিমুক্ত এবং একটি স্বচ্ছ ইউনিয়ন পরিষদ গড়তে চেয়ারম্যানের অপসারণ চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে ৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ১০ ইউপি সদস্য।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারামোতাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক নম্বর প্যানেল চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড সদস্য সোহরাব হোসেন সদস্যদের পক্ষ হতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

বক্তব্যে বলা হয়েছে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন ০৩ নং বগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ। গত ১১ ই নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার গত ২২ শে ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ শপথ গ্রহণ করি। শপথ গ্রহণ করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হইতে পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আয়ুব হোসেন বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। তাকে কোন কিছুর বিষয়ে প্রশ্ন করতে গেলে সে ওয়ার্ড সদস্য সহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল কর্মচারী এবং সেবা নিতে আসা মানুষদের সাথে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজহ দুর্ব্যবহার করেন।

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ তার এরুপ কার্যকলাপে বাধা প্রদান করিলে তিনি কোনরুপ কর্ণপাত না করিয়া তাহার লোকজন দ্বারা বিভিন্ন অপমানজনক কথাবার্তা সহ হাত পা ভাঙ্গা এবং মারধরের হুমকি প্রদান করে। পরিষদের সদষ্যদের কোনরুপ মতামত গ্রহণ না করিয়া চেয়ারম্যান স্বেচ্ছাচারিতামূলক বিভিন্ন কার্যকলাপ নিজের খেয়াল খুশি মত বিভিন্ন মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত আছে।
এ বিষয়ে ইউপি সদস্যরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে চেয়ারম্যানের দুর্নীতির তদন্তপূর্বক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন এবং তাকে অপসারণের দাবি জানান।
এ বিষয়ে গত বুধবার মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর ১০ জন ইউপি সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব জমা

দিয়েছি।
এসময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন ওয়ার্ড সদস্যবৃন্দ তাদের সাথে একা একাত্মতা প্রকাশ করেন। বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, এই চেয়ারম্যান আমাদের সাথেও দুর্ব্যবহার করত। এই চেয়ারম্যানের কাছে আমরা আমাদের ৩২ মাসের সম্মানী ভাতা পাওয়া আছে। তিনি আমাদের বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখিয়ে এই সম্মানী ভাতার টাকা আত্মসাৎ করেছে। আমরা সেই সম্মানের ভাতার টাকা এখন ফেরত চাই।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আরেক সাবেক সদস্য জাকির হোসেন বলেন আমরা চেয়ারম্যানের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছি আমরা বিএনপির মেম্বার ছিলাম তাই আমাদের ৩২ মাসের সম্মানে ভাতার টাকা বিভিন্ন মামলা হামলার ভয় দেখিয়ে সে আত্মসাৎ করেছে। একই ভাবে এই পরিষদের ১২ জন প্রাক্তন ওয়ার্ড সদস্যের সন্মানি ভাতার টাকা সে আত্মসাৎ করেছে। আমরা তার কাছে এই টাকা ফেরত চাই। এবং এই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তার অপসারণ চাই এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে আমরা একটি অভিযোগ পত্র দিয়েছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,১ নং ওয়ার্ড সদস্য রফিকুল ইসলাম,, ২ নং ওয়ার্ড সদস্য সিবাস্তিন মল্লিক, ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য রমজান আলী, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, ৭ নং ওয়ার্ড সদস্য ওমর ফারুক, ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য রিপন আলী,১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আফরোজা রোজ, ৪,৫,ও ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য মাবিয়া খাতুন, সাবেক সদস্য নজরুল ইসলাম,শংকর বিশ্বাস,দিলিপ মল্লিক,লক্ষি মন্ডল,কোমরউদ্দীন সেলিম,বগা মোল্লা,আনারুল ইসলামসহ ১২ জন সাবেক সদস্য।

সংবাদ সম্মেলন শেষে বর্তমান ইউপি সদস্য ও সাবেক ইউপি সদস্যরা মিলে চেয়ারম্যানের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে

হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে প্রতিবাদ

কালের কণ্ঠসহ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সের সকল মিডিয়া কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও জড়িতদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে থেকে ঘন্টা ব্যাপী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের চত্ত্বেও এ প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন কালের কণ্ঠ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

নিউজ ২৪ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ডালিম সানোয়ারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, বাংলানিউজের জেলা প্রতিনিধি জুলফিকার আলী কানন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী সাদ আহমেদ, সাংবাদিক এস আই বাবু, সাজিজুল ইসলাম রাশেদুজ্জামান প্রমুখ। প্রতিবাদ সমাবেশে মেহেরপুরের কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিককেরা অংশ নেন।

বক্তারা ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়ায় হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, কালের কণ্ঠসহ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের হামলাকারীরা ইতোমধ্যে চিহিৃত হয়েছে। তাদেও গ্রেফতার কেও আইনের আওতায় এনে বিচার কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

অন্তবর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে বক্তারা আরও বলেন, সমাজের সকল অসঙ্গতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরা গণমাধ্যমের কাজ। সরকারকে গণমাধ্যমের পথচলা যাতে বাঁধাগ্রস্থ না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া হাউজের সাতটি প্রতিষ্ঠানে ন্যক্কারজনক হামলায় দেশের স্বাধীন গণমাধ্যম হতবাক। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচার করার দায়িত্ব বর্তমান সরকারসহ ছাত্র-জনতার কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, স্বাধীন দেশে দিনে-দুপুরে মিডিয়ার ওপরে এই

নগ্ন হামলা দুর্বৃত্তায়নের জানান দেয়। অচিরেই এই দূর্বৃত্তায়নের চর্চা বন্ধ করতে হবে।

মুজিবনগরে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর বাংলাদেশ গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা অডিটরিয়ামে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি হেলথ অফিসার আহসানুল হক।

জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুনগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা

২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক শিশু ও যুবসমাজের অনুপাত: (ক) ২য়/৩য় শ্রেণীতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে; এবং (গ) নিম্নমাধ্যমিক শেষে, লিঙ্গ ভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি ন্যূনতম দক্ষতামান অর্জন।লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত।

লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে)। লিঙ্গ ভেদে পূর্ববর্তী ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার।দক্ষতার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের অনুপাত।বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক 2024/08/29 তাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ- জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।

অপরাপর বিষয়ের পাশাশাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের

জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মনোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা।উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট।এই তালিকার যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষা সূচকগুলোর জন্য সমতা সূচক (নারী/পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে, ধনসম্পদ অনুযায়ী শীর্ষ/নিম্ন পঞ্চমাংশে অবস্থানকারী শ্রেণী ও অন্যান্য, যেমন প্রতিবন্ধিতাগত অবস্থা, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসমূহ ও সংঘাত-সংকুল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত উপাত্ত যখন পাওয়া যায়)লিঙ্গভেদে ব্যবহারিক (ক) স্বাক্ষরতা ও (খ) গণন-দক্ষতায় ন্যূনতম নির্ধারিত মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠী অনুপাত।

(ক) জাতীয় শিক্ষানীতি, (খ) পাঠক্রম, (গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও (ঘ) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সকল পর্যায়ে প্রতিফলিত (১) বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা এবং (২) জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরূপণ।(ক) বিদ্যুৎ, (খ) শিক্ষাদানের জন্য ইন্টারনেট, (গ) শিক্ষাদান কাজে কম্পিউটার, (ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিযোজিত অবকাঠামো ও উপকরণাদি, (ঙ) নিরাপদ খাবার পানি, (চ) পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা, (ছ) হাত ধোয়ার (হাত ধোয়া সংক্রান্ত নির্দেশকের সংজ্ঞা অনুযায়ী) সুবিধাযুক্ত স্কুলের অনুপাত।খাত ও অধ্যয়নের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তির জন্য সরকারিভাবে উন্নয়ন সহায়তা প্রবাহের পরিমাণ।

বিভিন্ন কর্মসূচি সহ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

(ক) প্রাক্-প্রাথমিক, (খ) প্রাথমিক, (গ) নিম্নমাধ্যমিক ও (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মাঝে যারা নিজ নিজ দেশে

সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক্-চাকুরি বা চাকুরিকালীন ন্যূনতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ (অর্থাৎ শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ) লাভ করেছেন, এমন শিক্ষকদের অনুপাত বৃদ্ধি করা। উপরিক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শেষে মানসম্মত শিক্ষায় অবদান রাখায় উপজেলার সেরা ৬ টি বিদ্যালয়কে সন্মান সূচক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।নির্বাচিত বিদ্যালয় গুলো হল মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছে-গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদালয় এবং-আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর এবং সেরা প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে। ভবানিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-মুজিবনগর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও-আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় ২১ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ২ জন কলেজ শিক্ষক অংশগ্রহন করেন।

গাংনীতে সাপের কামড়ে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

পিতা মাতার অসচেতনতা ও অবহেলায় প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্র কিরন হোসেনের (১১)। সাপের দংশনকে পিঁপড়ায় কামড়িয়েছে মন্তব্য করে চিকিৎসা না দিয়ে ঘুম পাড়ান তারা। অবশেষে মারা গেলো শিশুটি।

কিরণ হোসেন গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার রহিদুল ইসলামের ছেলে ও কাজীপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ আগষ্ট) ভোররাতের দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি।
আর আগে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ ঘরে ঘুমন্ত

অবস্থায় তাঁকে সাপে কাটে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য আজিজুল হক জানান, কিরন রাতে ঘরে ঘুমিয়েছিল । রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে শিশুটির পায়ে সাপে কামড় দেয়। সে ঘুম থেকে জেগে বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে জানান। এটি পিঁপড়ের কামড় বলে ছেলেকে ঘুমাতে বলেন। শেষরাতের দিকে কিরনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন পরিবারের লোকজন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা কিরনের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

ব্র্যাক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

মুজিবনগরের ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষকের অংশগ্রহণে টিবি, ম্যালেরিয়া, এইচআইভি, এইডস, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত রোগের বিজ্জর রোধে করনীয় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের আওতায় বুধবার (২৮ আগষ্ট) দিনব্যাপী মুজিবনগর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

এসময় তিনি সকল অংশগ্রহণকারীদের বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখা ও শিক্ষার্থীদের যক্ষ্মা, ডেঙ্গু সহ অন্যান্য রোগ বিষয়ে সচেতন করে

তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ও শিক্ষকদের এবিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ওরয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মেহেদী হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মামুন উদ্দীন আল আজাদ।

ওরিয়েন্টেশনে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ব্র্যাক এমটি (ল্যাব)- ইকিউএ জাহিদ হাসান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক জেলা ব্যবস্থাপক, টিবি কনট্রোল প্রেগ্রাম অচিন্ত কুমার বোস এবং ওরিয়েন্টেশন সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা ব্র্যাক সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা।

মুজিবনগরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ, লক্ষাদিক টাকার মাছ নিধন

মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাসে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে লক্ষাধিক টাকার মাছ মেরে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার (২৭শে আগস্ট) দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে শাহীন উদ্দীন শাহিনের পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।

বর্তমানে এই পুকুর টি মনিরুল ইসলাম এবং ফারুক হোসেন এর কাছে লিজ দেওয়া রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে লিজ গ্রহীতা মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি ও আমার ব্যবসায়িক পার্টনার ২ বিঘা ৫ কাটা জায়গার পুকুরটি আনন্দবাস গ্রামের শাহীন উদ্দীন শাহীনের কাছে থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছি। কে বা কাহারা শত্রুতা করে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে। এতে পুকুরের সমস্ত মাছ মারা গেছে। বিষ প্রয়োগের ফলে প্রায় আমাদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার

টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন,গত পাঁচ মাস আগে পুকুরে দেশীয় বিভিন্ন জাতের মাছের চারা ছেড়েছি। এতে আমার প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও মাছের খাবার কেনা এবং রক্ষণাবেক্ষণা আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই মাছগুলো বাজারে বিক্রির উপযোগী হয়ে উঠতো।

এ বিষয়ে তিনি থানায় একটি অভিযোগ করবেন বলে জানান।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে ৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ১০ ইউপি সদস্য।

আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারামোতাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১ নং ওয়ার্ড সদস্য রফিকুল ইসলাম, ২ নং ওয়ার্ড সদস্য সিবাস্তিন মল্লিক, ৩ নং ওয়ার্ড সদস্য সোহরাব হোসেন, ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য রমজান আলী, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, ৭ নং ওয়ার্ড সদস্য ওমর ফারুক, ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য রিপন আলী,১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আফরোজা রোজ, ৪,৫,ও ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য মাবিয়া খাতুন স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের কাছে জমা দেওয়া হয়।

অনাস্থা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন ০৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দু। গত ১১ ই নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার গত ২২ শে ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ শপথ গ্রহণ করি। শপথ গ্রহণ করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হইতে পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আয়ুব হোসেন বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ তার এরুপ কার্যকলাপে বাধা প্রদান করিলে তিনি কোনরুপ কর্ণপাত না করিয়া তাহার লোকজন দ্বারা বিভিন্ন অপমানজনক কথাবার্তা সহ হাত পা ভাঙ্গা এবং মারধরের হুমকি প্রদান করে। পরিষদের সদষ্যদের কোনরুপ মতামত গ্রহণ না করিয়া চেয়ারম্যান স্বেচ্ছাচারিতামূলক বিভিন্ন কার্যকলাপের নিজের খেয়াল খুশি মত বিভিন্ন মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত আছে।

এ সময় ইউপি সদস্যরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে চেয়ারম্যানের দুর্নীতির তদন্তপূর্বক তাকে অপসারণের দাবি জানান।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, এরকম একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠি আমি জেলা প্রশাসক বরাবর পাঠিয়েছি। তিনি যে নির্দেশনা দিবেন সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মুজিবনগরে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা ও গাছের চারা বিতরণ

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশ বিষয়ের সচেতনামূলক প্রচারণা ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার এবং গাছের চারা বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

সচেতনতা মূলক প্রচারণা ও গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গাছের চারা বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস, গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ।

গুডনেইবারর্স এর উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৬শত ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছের বিতরণ করা হবে।